মুজিবনগরে মোনাখালী ইউপি সদস্যের মৃত্যু

মুজিবনগর উপজেলার ২নং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মো: আলাউদ্দীন (৩৬) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ শনিবার রাত ১০ টা ১৫ মিনিটের সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মো: আলাউদ্দীন মোনাখালী পূর্বপাড়ার মৃত মজিত মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ইউপি সদস্য মো: আলাউদ্দীন হৃদরোগে আক্রান্ত হলে আজ রাত ৮ টা ৩০ মিনিটের সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে মারা যান তিনি।

মৃত্যুকালে মো: আলাউদ্দীন স্ত্রী, ২ ছেলে সহ অসংখ্য গুনাগ্রহেী রেখে গেলেন।

মো: আলাউদ্দীনের জানাজার নামাজ আগামীকাল সকাল ৮ টার সময় মোনাখালী মধ্যপাড়া ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এম এ এস ইমনের

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান, তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমন।

আজ শনিবার বঙ্গভবনে তিনি রাষ্ট্রপতি মো:শাহাবুদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় রাষ্ট্রপতির সাথে তিনি কুশল বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

আমঝুপিতে নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সংবর্ধণা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সদর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সংবর্ধণা দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয় প্রাঙ্গনে এ সংবর্ধণা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংবর্ধিত চেয়ারম্যান মো: আনারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী, শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, আমঝুপি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি মিনারুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষক লীগ সভাপতি মাহবুবুল হক, আমঝুপি ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নুর ছেলে সেলিম রেজা প্রমুখ।

সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ

মেহেরপুরে হাইফ্লায়ার পিজিয়ন এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২০২৩-২০২৪ সালে কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজ শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবীর রিপনের সভাপতিত্বে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল পিটিসির পুলিশ সুপার ইমামুর রশীদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ আল মামুন, মেহেরপুরে হাইফ্লায়ার পিজিয়ন এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহিন রেজা।

মেহেরপুরে হাইফ্লায়ার পিজিয়ন এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪ মাস ব্যাপি কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একক কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতা ২০২৪ সালে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সৈয়দ মঞ্জুরুল কবীর (রিপন) কবুতর উড়ার সময় ১১ ঘন্টা ৪৪ মিনিট। ২য় স্থান অধিকার করেছে রকিবুল ইসলাম (রফিক) কবুতর উড়ার সময় ১০ ঘন্টা ২৮ মিনিট। ৩য় স্থান অধিকার করেছে রকিবুল কবুতর উড়ার সময় ৯ ঘন্টা ৪৩ মিনিট।

গত বছর মেহেরপুরে হাইফ্লায়ার পিজিয়ন এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একক কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতা ২০২৩ সালে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সুজন আলী কবুতর উড়ার সময় ১১ ঘন্টা ১৮ মিনিট। ২য় স্থান অধিকার করেছে বজলু শেখ কবুতর উড়ার সময় ১০ ঘন্টা ৫৩ মিনিট। ৩য় স্থান অধিকার করেছে জাহিদ সোহান কবুতর উড়ার সময় ১০ ঘন্টা ২৪ মিনিট।

মেহেরপুরে হাইফ্লায়ার পিজিয়ন এ্যাসোসিয়েশনের প্রচার সম্পাদক

আব্বাস রনি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন।

মেহেরপুরের ইসলামনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গৃহবধুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগরে (নোয়াখালী পাড়া) গোসল করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সারজিয়া খাতুন (৪২) নামের এক গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সারজিয়া খাতুন ইসলামনগর গ্রামের ইমাম মিজানুর রহমানের স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী ।

পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আবুল কাশেম জানান, দুপুরে বৈদ্যুতিক পানির পাম্প চালিয়ে গোসল করতে গিয়ে শর্টসার্কিটে তিনি বিদ্যুৎসৃষ্ট হন।বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কখন তিনি মারা গেছেন পরিবারের কেই জানতে পারেনি। অনেকপরে পরিবারের লোকজন গোসলাখানার দিকে গেলে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

আমঝুপি ইউনিয়নের স্থানীয় ইউপি সদস্য আবুল কাশেম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

আরও পড়ুন জীবননগরের সেনেরহুদায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউপিতে উদ্বুদ্ধকরন সভা ও রেজিষ্ট্রেশন বুথ উদ্বোধন

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদে সার্বজনীন পেনশন স্কীম মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করন সভা ও রেজিষ্ট্রেশন বুথ উদ্বোধন করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আমজাদ হোসেন, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ গোলাম মর্তুজা (মতু), ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আশরাফুল আলম, ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃআফরাজুল হক, ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ হেলাল হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ রাজন হোসেন, ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ গোলাম হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আরিফুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আবুল কাশেম, ১০ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোছাঃআমেনা খাতুন, ১১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোছাঃ শাহানাজ খাতুন

এছাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম রেজা জানান, সার্বজনীন পেনশন স্কীম চালু করেছেন এ দেশের সকল শ্রেনী পেশার মানুষের জন্য। আগে আমরা শুনে এসেছি সুধু মাত্র সরকারী চাকরি জীবিরাই পেনশন পাই। কিন্তু এবার এদেশের সকল মানুষ যেন এই পেনশনের আওতায় পড়ে সে জন্য বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সার্বজনীন পেনশন স্কীমে ৫ টি স্কীমে পেনশন প্রদান করা হবে প্রবাসীদের জন্য, সরক্ষা অর্থাৎ স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যাক্তি, প্রগতি অর্থাৎ বেসরকারি চাকরিজীবি, সমতা অর্থাৎ অতিদরিদ্র ব্যাক্তি, প্রত্যয় অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত চাকুরী জীবিদের জন্য বিশেষায়িত স্কীম। এই সার্বজনীন স্কীমের আওতায় পেনশন পাবেন ১৫০০ টাকা হতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই পেনশন কর্মসূচি তে যুক্ত হতে পারবেন ১৮ বছর হতে

৫০ বছর বয়সী যে কেউ। এই চাঁদা বন্ধ হবে ৬০ বছর বয়সে।নিয়মিতচাঁদা দিতে হবে ১০ বছর পর্যন্ত। আগে মারা গেলে নমিনী পাবেন এককালীন সুবিধা ও জমা টাকায় মিলবে ৫০% ঋণ।এবং মাসিক পেনশন শুরু হবে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত। তাই আমি আমার ইউনিয়নের সকল শ্রেনী পেশার মানুষ কে এই সুবিধার আওতায় আসুক এই উদার্থ আহব্বান থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে সেই সাথে কৃতজ্ঞতা সহ ধন্যবাদ জানাই মেহেরপুর জেলার কৃতি সন্তান বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল কে এই স্কীম সহ মেহেরপুর এর সকল উন্নয়ন কাজ সফল ভাবে করার জন্য।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামানত হারাচ্ছেন ৬ প্রার্থী

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনীর ৬ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন।

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ জন প্রার্থী জামানত হারান।

তবে, চেয়ারম্যান প্রার্থী জামানত হারানোর মধ্যে তিন প্রার্থী নির্বানের কয়েকদিন আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল)। ভোটের মাঠে থেকে দুই প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। এরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের ১৫ ভাগের নিচে ভোট পেলে সেই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সে অনুযায়ী গাংনী উপজেলা পরিষদের ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই প্রার্থীরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো (কৈ মাছ) প্রতিকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল) প্রতিকে পেয়েছেন ৭০৪, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিস) প্রতিকে পেয়েছেন মাত্র ২৮৯, উপজেলা যুব মহিলা লীগ নেত্রী লাইলা আরজুমান শিলা (দোয়াত কলম) প্রতিকে পেয়েছেন ২২৭ এবং গাংনী হর্কাস মার্কেটের সভাপতি মুকুল আহম্মেদ ওরফে মহিবুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি) প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এরা সবাই তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেজাউল হক (চশমা) তার জামানত হারাচ্ছেন। তিনি পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট।
মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক (আনারস) প্রতীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী মাখেলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার) প্রতীক নিয়ে ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট পান এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), তিনি ভোট পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট।

ফুলেল শুভেচ্ছা ও জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৫ হাজার ৪৩০

ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি।

এম এ খালেক পুনরায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ গতকাল বুধবার দিনভর তার সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

সকাল থেকেই উপজেলা বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার বাড়িতে ছুটে আসেন।

এসময় জনগণের ভালোবাসা ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এম এ খালেক। তারা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় এম এ খালেক সবার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন আমি সেই ভালোবাসায় অভিভুত। আমি পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামী পাঁচটি বছর গাংনীর উন্নয়নে কাজ করবো। আমি আপনাদের দোয়া চাই, যাতে গাংনী উপজেলাবাসীর সেবায় আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারি।
গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শওকত আলী, শাহানা ইসলাম শান্তনাসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তুরের নেতা কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করেন ও ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বরবৃন্দ, ও অসংখ্য দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থক ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুরের আশরাফপুরে এক ব্যক্তিকে কু*পি*য়ে জ*খ*ম

পূর্ব শত্রুতার ও জমি সংক্রান্ত জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে সামাদ আলী নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে যখম করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২২ মে) সন্ধা ৭ টার দিকে আশরাফপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত সামাদ আলী আশরাফপুর গ্রামের আফরোজ আলীর ছেলে। তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এ বিষয়ে আহত সামাদ আলী স্ত্রী বলেন, আমার নিজের জমি জোর করে হিছাব আলী দখল করে নিতে চাই। কিছু দিন আগে বিষ দিয়ে আমাদের পাট পুড়িয়ে দিয়েছে। গতকাল বুধবার আমার স্বামী জমিতে চাষ করে রেখে এসেছে। সন্ধার সময় আমার স্বামীকে রাস্তাতে একা পেয়ে হিছাব আলী, হিছাবের স্ত্রী-মেয়ে ও হিছাব আলীর ভাইয়ের ছেলে কুদ্দুস দেশীও দা, রড় দিয়ে আমার স্বামীকে এলো পাতাড়ি মারে। এসময় আমার স্বামী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তিনি আরো বলেন, আমার স্বামীকে যখন ওরা মারছে তখন আমি ছুটে বাঁচাতে গেলে আমাকেও দা দিয়ে কোপানোর জন্য তাড়ালে আমি প্রাণের ভয়ে বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয় তারপর আমি নিজেও বাঁচি।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে আহত সামাদের পরিবার।

এম এ খালেক দ্বিতীয়বারে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে আনারস প্রতীকে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোটে দ্বিতীবারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোখলেছুর রহমান হেলিকপ্টার প্রতীকে পেয়েছেন ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট।

ভোট গণনা শেষে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচনী অফিসার মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ এমএ খালেককে বেসরকারিভাবে উপজেলা চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। এছাড়া অপর প্রার্থী রাশেদুল হক জুয়েল ঘোড়া প্রতীকে পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট, বিএনপির বহিস্কৃত প্রার্থী জুলফিকার আলী ভুট্টো কৈ মাছ প্রতীকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭ ভোট,মোশাররফ হোসেন মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন মাত্র ৭০৪ ভোট, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম কাপ পিরিচ প্রতীকে পেয়েছেন ২৮৯ ভোট, লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম প্রতীকে পেয়েছেন ২২৭ ভোট, মুকুল জোয়ার্দার শালিক পাখি প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট।

ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারুক হাসান টিউবওয়েল প্রতীক নিয়ে ৪৭ হাজার ৩৯৮ ভোট পেয়ে প্রথম বারের মত উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেলোয়ার হোসেন মিঠু তালা প্রতীকে পেয়েছেন ৩২ হাজার ৬০৪ ভোট, এছাড়া অপর প্রার্থী রেজাউল করিম চশমা প্রতীকে পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট। যদিও রেজাউল করিম ভোটের কয়েকদিন আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এছাড়া মহিলা ভাইনসচেয়ারম্যান পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন মোছা: নাসিমা খাতুন। তার প্রতিক ছিল ফুটবল। তিনি ভোট পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৪০৯ ভোট।

তার নিকটতম প্রার্থী ফারহানা ইয়াসমিন হাঁস প্রতীকে পেয়েছেন ৩২ হাজার ৮৫৭ ভোট ও অপর প্রার্থী আলপনা আক্তার কলস প্রতীকে পেয়েছেন ১২ হাজার ১৫ ভোট।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মোট পোল হয়েছে ৮০ হাজার ২৮১

ভোট। যার শতকরা হার ৩৪.০৪ শতাংশ।

রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৪ জন।